



(রাধা কির
কোম্পানী
ইতে গৃহীত)

রূপোর বুম্কে—

সংগঠনকারী

কাহিনী	—	গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক	—	জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	—	রবি রায়
আলোক-চিত্র-শিল্পী	—	বীরেন দে
ঐ সহকারী	—	মুরারী ঘোষ
শব্দযন্ত্রী	—	নূপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ
সঙ্গীত পরিচালক	—	এস, এন, দাস
ঐ সহকারী	—	রতন দাস
ব্যবস্থাপক	—	বিজ্ঞাধর মল্লিক ও নীলমণি রায়
রসায়নাগার অধ্যক্ষ	—	অবনী রায় ও চঞ্জীচরণ শীল
দৃশ্যসজ্জাকর	—	শঙ্কর ঘুরাজী
রূপসজ্জাকর	—	বসন্ত দত্ত
স্থির-চিত্র-শিল্পী	—	ক্ষেত্রমে হন দে
চিত্র সম্পাদক	—	অমর চট্টোপাধ্যায় ও অরবিন্দ মিত্র
নৃত্য পরিকল্পনা	—	সমর ঘোষ

ভূমিকা লিপি

- - রূপোর ঝুম্কে - -

ধীরাজ ভট্টাচার্য্য	... প্রদীপ সেন
সত্য মুখার্জি	... মন্থ
নীলু রায় (এঃ)	... সুভদ্র
ফণিভূষণ বিষ্ণাবিনোদ	... অতুলানন্দ সরস্বতী
কার্তিক দে	... হরগোবিন্দ
প্রভাস মিত্র	... গিরিধারী
প্রহ্লদ দাস	... অষ্টাবক্র
অতুল ভট্টাচার্য্য	... সামস্থল বসিরুদ্দীন
মুরারী মুখার্জি	... লীলায়িত ধর
মাষ্টার গঙ্গাধর	... কল্পনার ভ্রাতা
পারুলবালা	... কল্পনা
কমলা দে	... কুস্তলা
কমলাকুমারী	... অনিলা

বিভিন্ন ভূমিকায়—

বেলারাগী, রাজলক্ষ্মী (গায়িকা), রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী (পেছি)

গীতা বীণা, রাজলভিকা, যতীন চৌধুরী

রূপোর ঝুম্কে

— গল্পাংশ —

কুমারী কল্পনা ও কুস্তলা—তরুণী, আধুনিকা। একদিন “লেকে” বেড়াতে গিয়ে, কল্পনা তার কানের একটা রূপোর ঝুম্কে হারিয়ে ফেলে। পরে সে ঝুম্কে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পায় যে একটা ভদ্রলোক তা’ কুড়িয়ে পেয়ে মুখে মুখে কবিতা আওড়াচ্ছেন আর মাঝে মাঝে ঝুম্কেটার দিকে এমনভাবে চাইছেন যেন ঐ রূপোর ঝুম্কের অধিকারিণী তাঁরই সমিনে দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে কুস্তলা বলে—“ছি-ছি-Nasty! আজকালকার পুরুষগুলো Degradation-এর চরম সীমায় নেমেছে।”

তারপর কল্পনাকে বলে—“নে নে তো’র ঝুম্কেটা চেয়ে নে!”

কল্পনা উত্তর দিল—“ভারি তো ঝুম্কে—ও’র জন্মে ভদ্রলোকের অমন ভাব আমি ভেঙ্গে দিতে চাই না।”

দেখতে দেখতে সে ভদ্রলোকটা কবিতা আওড়াতে আওড়াতে চলে গেল—

“এ ভাদর মাসে,

কাহার কানের ঢল উড়ে এল ঘাসে,—”

ভদ্রলোকটার নাম প্রদীপ সেন—স্বভাব কবি। বাড়া ফিরে এসে সে তার বন্ধু মন্থথকে সব কথা খুলে বলার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানালো যে, সে—সেই অজ্ঞাত কল্পনাময়ীকে তার মর্শ্ব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে! ঝুম্কেধারিণীকে চাই!

এদিকে কল্পনাও বলে তার বান্ধবী কুস্তলাকে—“তাকে খুঁজে বার করে দে’ ভাই, নইলে আমি আর বাঁচবো না! শীগগীরই বারে পড়বো—যেমন করে বারে পড়ে কদমফুল থেকে তার রেণু, গাঁদাফুল থেকে তার পাপড়ি!”

তারপর—চললো অনুসন্ধান।

✽ গান ✽

মন-শেফালী বনে
আজি কেন গো (কেন)
কার পাগল বাঁশী
বাজে আকুল তানে ।
যেন মিলনী মাগি
কোথা অলসে থাকি
মোর পরাণ প্রিয়
প্রাণে ফাগুন আনে ।

